

বাংলাদেশ কী এখন শুধুই খুন ধর্ষনের দেশ?

স দে রা সু জ ন

প্রতি সাপ্তাহের মতো এ সাপ্তাহেও কিছু লিখবো বলে কম্পিউটার অন করেছি আর ভাবছি কি নিয়ে লেখা যায় ঠিক তখনই ইন্টারনেটের পাথা খুলতেই বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে একটি দুঃখজনক বীভৎস সংবাদ। দেশের একজন খ্যাতিমান ডাক্তার, অশীতিপর, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক, জনপ্রিয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবী এবং জেন্টলম্যান রাজনীতিবিদ ডা. এসকে মুখার্জী কে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘাতকরা প্রাণ সংহার করেছে। যদিও বর্তমান সময়ে এরকমের সংবাদ নিত্যনৈমিত্তিক। প্রতিদিন ডজন ডজন খুন ধর্ষণ হচ্ছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাংলাদেশে জন্মের ৩০ বছরের মধ্যে এমন নাজুক হয়নি। তারপরও শাসকগোষ্ঠী মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন। এসব নিয়ে আর লিখতে ইচ্ছে হয় না। কারণ এসব নিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশের পত্রিকায় লেখা হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা বরং দিন দিন আইনশৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি হচ্ছে। আমরা দেখতে পাই চট্টগ্রামের প্রবীন শিক্ষক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা গোপালকৃষ্ণ মহুরী থেকে পাবনার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা সাবেক এমপি মমতাজ উদ্দীন খুলনার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা প্রবীন আইনজীবী মঞ্জুলুল ইমামসহ ইদানিং একের পর এক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। প্রকৃত খুনিরা ধরা পড়ছে না ক্ষমতাসীনদের দাপটে। ফলে সারাদেশ এখন খুন আর ধর্ষনের দেশ হয়ে গেছে। যে দেশে ২৪ মাসে ২৫ হাজার মানুষ খুন হতে পারে ১০ হাজার নারী ধর্ষিত হতে পারে সে দেশের মানুষ কি করে কি অবস্থায় বসবাস করছে বোধকরি তা আর বলতে হবে না। এখন জোট সন্ত্রাসীদের হাতে কে কখন খুন হবেন, কোন মা-ভগ্নি-কন্যা কখন ধর্ষিত হবেন, কে কোন সময় অপহরণ হবেন কেউই জানেন না। এমন দুঃসহ দুঃশাসন বাংলার মানুষ আর কখনো দেখেনি।

বাংলাদেশে যে ভয়াবহ অসুস্থ রাজনীতি চলছে যার বর্হিপ্রকাশ অপ্রতিরোধ্য খুন-ধর্ষণ রাজাজানি-ডাকাতি আর অপহরণ। দেশে সরকার আছে কি নেই কেউ বলতে পারবে না। প্রশাসন বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না, আর আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশরাতো খুনি-সন্ত্রাসীদের বন্ধু কিংবা সরকারদলীয় ক্যাডার। যে দেশে খুন করে খুনিরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্য জনসভার মধ্যে আসন গ্রহণ করে আর সন্ত্রাসীর শিকার নিহত ব্যক্তির স্বজনরা আসামী হয়ে কারাবরণ করে সে দেশের মানুষ কি করে নিরাপদ জীবন কিংবা সুষ্ঠু বিচার আশা করতে পারে? আশ্চর্য এ দেশ, এ দেশের মানুষ সেলুকাস।

দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মন্ত্রী মহোদয়গণ আর চার দলীয় রাজাকার জোটের নেতারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বার বার অস্বীকার করছেন। প্রতিদিনের পত্রিকায় ডজন-ডজন বিচিত্রকর্মের খুন-ধর্ষণ আর অপহরণের বীভৎস সংবাদ বের হচ্ছে। সরকার আর আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারীরা বলছে, মিথ্যে, সব মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলেই এরকমের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ দেশ সম্প্রতির দেশ এ দেশে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়না, এখানে কেউ খুন হয়না এখানে কেউ ধর্ষিত হয়না এখানে কেউ মুক্তিপনের জন্যে অপহরণ হয়না এগুলো শুধুই বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র। পাঠক ভাবুন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার পৃথিবী চলছে এখন, এখন কিছু হলে কিছু সময়ের ব্যবধানে সারা পৃথিবী জেনে যায় সে খবর, কোন কিছুই গোপন করে রাখা কী সম্ভব? কোন দেশের কোন প্রধান মন্ত্রী কিংবা মন্ত্রীগণ এমন ডাহা মিথ্যাচার করেন কি না আমার জানা নেই। ক্ষমতার লোভে এরা এতই অন্ধ যে দিনকে দিন বলতে তারা ভুলে যায়। এসব নিয়ে কিছু লিখলেই লেখক হয়ে যাবে আওয়ামী ঘরণীর লেখক কিংবা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে লেখকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী জোট লেলিয়ে দিবে।



ডা. এসকে মুখার্জী নামের এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে, যে ব্যক্তি বাংলাদেশের জন্যে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে শুধু দিয়েই গেছেন নেননি কিছুই। ভাষা আন্দোলন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যার অবদান ছিলো আকাশছোঁয়া, একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, শুধু কী এখানেই শেষ? -তিনি ছিলেন বিনাইদহ এলাকার একমাত্র গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত সবচেয়ে নামি ডাক্তার এবং অশীতিপর, সর্বপরি অহিংস

মানবতাবাদী মানুষ। তাঁর কাছে জাত-ধর্ম-বর্ণ বলে কিছু ছিলো না, ছিলো মানবসেবা। যিনি কখনো কোন রোগিকে দেখে টাকা চাননি বরং গরীব মানুষদেরকে নিজের টাকা দিয়ে ঔষধ পথ্য এমনকি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ জনকল্যাণে দান করেছেন তারপরও জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে, যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মহুরী, আওয়ামীলীগ নেতা মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দীনকে। কিনাইদেহ এখন শোকের শহর, মিছিলের শহর, প্রতিবাদের শহর, স্বজন হারানোর বেদনায় ব্যতিত জনপদ, জোট সরকারের সন্ত্রাসের ভয়ে কম্পিত শহরের মানুষ। বাংলাদেশে ইদানিং সর্বকালের সবচেয়ে ভয়ানক রাজনৈতিক হত্যাযজ্ঞ আর সন্ত্রাস চলছে বিরামহীনভাবে যার নিন্দা-ঘৃণা আর প্রতিবাদ করার ভাষা দেশের নিষ্প্রাণিত কোটি কোটি মানুষের মতো এ প্রবাসেও আমাদের নেই। আমার বিশ্বাস এখন প্রতিবাদ-ঘৃণা আর নিন্দা জানানোর সময় নয় এখন সে সময় সন্নিহিতে সারা বাংলাদেশের মানুষ প্রলয়ের মতো গর্জে উঠা প্রয়োজন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে-মৌলবাদীর বিরুদ্ধে বিপ্লবে-বিদ্রোহে মানবতার ডাকে, মনুষ্যত্বের ডাকে, মানবিক কারণে।

সদ্য প্রয়াত বিশ্ব খ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা চার্লস ব্রনসনের 'ডেথ উইস' সিরিজের ছবিগুলো দেখলে বাংলাদেশের ১০/১৫টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা পড়ে বাংলাদেশের যে ভয়ানক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির চলচ্চিত্র আমরা দেখছি মনে হবে তানিয়েই নির্মিত হয়েছে ডেথ উইস। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চার্লস ব্রনসনের মতো একজন নায়ক বড় বেশী প্রয়োজন। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসীদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে ডেথ উইস ছবির সিরিজগুলো দেখার জন্য।

মন্দিয়াল ১৯.৯.২০০৩